www.yanabi.in

কাজা নামাজ আদায়ের সন্ধান

মুছান্নেফ ঃ
মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল কাদেরী
সাং- সতরশীর
পো ঃ রেজভীয়া এতিমখানা
জেলা ঃ নেত্রকোণা।

Scanned by CamScanner

www.yanabi.in

কাজা নামাজ আদায়ের সন্ধান

মুছান্নেফঃ মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল কাদেরী।

প্রথম প্রকাশক ঃ রেজভীয়া দরবার শরীফের ধর্মপাশা উপজেলার ভক্তবৃন্দের পক্ষে -
মোঃ আব্দুল মন্নান চৌধুরী
গ্রাম ঃ দশধরী, ধর্মপাশা।
সুনামগঞ্জ।

দ্বিতীয় প্রকাশক ঃ মোহাম্মাদ ইব্রাহীম খলিল রেজভী
সুন্নী আল কাদেরী।

প্রথম প্রকাশ ঃ ১ লা শাওয়াল ১৪১০ হিজরী।
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১২ই মুহাররাম ১৪২৬ হিজরী।
২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইং

(সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত)

শুভেচ্ছা বিনীময় ঃ ১০ (দশ) টাকা মাত্র।

Scanned by CamScanner

www.yanabi.in

"নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম"

১। প্রশ্ন ঃ- হুজুর কাজা নামাজ আদায় করিবার নিয়মাবলী কি তাহা জানিতে চাই ?

উত্তর ঃ- কাজা নামাজ সমূহ অতি তাড়াতাড়ি আদায় করা উচিত। কেননা, একথা কাহারো জানা নাই যে, মৃত্যু কখন আসিয়া পড়ে। কাজেই মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের কাজ।

নিম্নে কাজা নামাজের বিবরণ ও উহা আদায়ের নিয়মাবলী উল্লেখ করা হইল।

২৪ ঘন্টা বা একদিনে ফরজ ১৭ রাক্য়াত এবং ওয়াজীব তিন রাক্য়াত সহ পাঞ্জেগানা ২০ রাক্য়াত নামাজ হয়। যথা ঃ- ফজরের ২ রাক্য়াত , জোহরের ৪ রাক্য়াত, আছরের ৪ রাক্য়াত , এবং মাগরীবের ৩ রাক্য়াত ও এশার ৭ রাক্য়াত (বিতিরের ৩ রাক্য়াতসহ) এইরূপে সর্বমোট ২০ রাক্য়াত। দৈনিক ২০ রাক্য়াত হিসাবে কাজা আদায় করিতে হয়। কেবল সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এবং ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় (সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে থাকে) ব্যতীত সর্বক্ষণ কাজা নামাজ আদায় করা যায়. কারণ উক্ত তিনটি নিষিদ্ধ সময়ে সেজদা করা হারাম। যদি বিগত জীবনের সমস্ত ফজরের নামাজের কাজা এক সঙ্গে আদায় করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাও পারিবে। তারপর ধারাবাহিক ভাবে জোহর, আছর, মাগরীব ও এশা বিতির প্রভৃতি নামাজের কাজা আদায় করা যাইবে। অবশ্য হিসাব রাখিতে হইবে যেন পরিমানের মধ্যে কম না হয়। বরং বেশি হইলে ভাল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যাহার ১২ বৎসরের নামাজ কাজা হইয়াছে চন্দ্র মাসের হিসাবে ৩৫৫ দিনে বৎসর ধরিয়া এক বৎসরের ফজরের নামাজ ৩৫৫ ওয়াক্ত এবং ১২ বৎসরের ফজরের নামাজ হইবে (৩৫৫ ×১২) মোট ৪২৬০ ওয়াক্ত।

Scanned by CamScanner

www.yanabi.in

এইরূপে, ৪২৬০ ওয়াক্ত ফজরের কাজা আদায়ের পর সমপরিমাণ জোহর তথা অন্যান্য ওয়াক্তের কাজা নামাজ আদায় করিবে। তাহা ছাড়া দৈনিক ওয়াক্তিয়া নামাজের ফরজ ও সুন্নত যথারিতি আদায় পূর্বক কাজা নামাজ শুরু করিবে। এই ভাবে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করিতে হইবে এবং শক্তি অনুযায়ী আস্তে ধীরে বা তাড়াতাড়ি আদায় করিবে। অবহেলা করিবে না। মনে রাখিবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফরজ আদায় না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নফল বন্দেগী কবুল হইবে না। ঐ কাজা নামাজ সমূহের নিয়ত এই ভাবে করিতে হয় যেমন ১২ বৎসরের নামাজ কাজা হইয়াছে। যেমন প্রত্যেক বার বলিবে যে, আমার জীবনের যে ফজরের নামাজ কাজা হইয়াছে; তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কাজা দুই রাক্য়াত ফজরের ফরজ আদায় করিতেছি ,প্রত্যেক বার এইরূপ নিয়ত করিবে। অর্থাৎ যখন এক ওয়াক্ত আদায় হইল তখন বাকী ওয়াক্ত সমূহের মধ্যে যাহা সর্বপ্রথম কাজা হইয়াছে তাহা, এইরূপে জোহর তথা প্রত্যেক কাজা নামাজের নিয়ত করিবে।

যাহার বহু বহু নামাজ কাজা হইয়াছে তাহার জন্য অতিশয় অল্প সময়ে আদায় করিবার একটি সহজ উপায় নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

যথাঃ- প্রত্যেক রাক্য়াতে কেবল "আলহামদু" শরীফের জায়গায় ৩ বার ছুব্হানাল্লাহ বলিবে। যদি একবারও ছুব্হানাল্লাহ পাঠ করা হয় তবুও ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। তাহবীহ্ রুকু ও সেজদায় ৩ বারের পরিবর্তে একবার ছুব্হানা রাব্বিয়াল আজীম , ছুব্হানা রাব্বিয়াল আলা পাঠ করাই যথেষ্ট। তারপর , আত্তাহিয়্যাতের পর দরূদ শরীফের জায়গায় কেবল "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিন ওয়াআলিহি"-এই পর্যন্ত পড়িলেই চলিবে। এবং বেতেরের নামাজের মধ্যে "দোয়া কুনুতের " স্থলে কেবল একবার "রাব্বীগ্ফিরলী" পড়িলেই চলিবে। সূর্য উদয়ের ২০ মিনিট পরে এবং সূর্য অস্তের ২০ মিনিট আগে

Scanned by CamScanner

www.yanabi.in

নামাজ আদায় করিতে পারিবে। ইহার পূর্বে বা পরে জায়েজ নাই। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, যদি কাহারো ৩০ বৎসরের অথবা ৪০ বৎসরের নামাজ কাজা হইয়া থাকে তবে অবশ্যই জানিবে যে, উহার কাজা আদায় করা ফরজ। উক্ত ব্যক্তি নিজের যাবতীয় কাম-কাজ ছাড়িয়া দিয়া নামাজ পড়া আরম্ভ করিবেন। এবং এই বলিয়া পাক্কা নিয়ত করিবেন যে, আগামী কল্য হইতে সমস্ত কাজা নামাজ আদায় করিয়া পরে বিশ্রাম নিব, ইহার পূর্বে নহে। এই প্রতিজ্ঞায় নামাজ আরম্ভ করিবেন। এই অবস্থায় এক মাস অথবা ১ দিন পরেই যদি মৃত্যু আসিয়া পড়ে তবে আল্লাহ পাক নিজ "রহমতে কামেলা" দ্বারা তাহার সমস্ত নামাজ আদায় করিয়া দিবেন।

আল্লাহ পাক বলেন -

"ওয়া মাইয়্যাখরুজু মিম্ বাইতিহি মুহাজেরান ইলাল্লাহে ওয়া রাসুলিহি ছুম্মা ইউদরিকুহুল মাউতু ফাক্বাদ ওয়াকাআজরুহু আলাল্লাহে"।

অর্থ ঃ- "যে কোন ব্যক্তি নিজ বাড়ী ঘর ছাড়িয়া আল্লাহ এবং রাসুলের দিকে হিজরত করিবার জন্যে বাহির হয় এবং রাস্তায় মৃত্যু বরণ করে তবে তাহার ছওয়াব আল্লাহর দয়ার উপরে আসিয়া যায়"। এই জায়গায় মতলক বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বাড়ী হইতে যদি এক কদম বাহির হইয়া যায় এবং রাস্তায় মৃত্যু আসিয়া যায় তবে তাহার সম্পূর্ণ কার্যের ছওয়াব আমল নামায় লিখিত হইয়া যায় এবং সে পূর্ণ ছওয়াব পাইবে। এই হেতু যে, আল্লাহ মানুষের নিয়ত দেখেন। সমস্ত কার্যাবলীর ফলাফল ভাল নিয়তের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

হে সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ এবং আমার ভক্ত ও অনুরক্তগণ! আপনাদেরকে জানাইতেছি যে, কেহ নামাজ কাজা করিবেন না। যাহা কাজা হইয়াছে তাহা তাড়াতাড়ি আদায় করিয়া লউন।

Scanned by CamScanner

www.yanabi.in

কোন্ সময় জানি কার মৃত্যু আসিয়া যায়। হাশরের দিন সর্ব প্রথম নামাজের কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে। হুজুর পোর নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করিবেন। সাবধান ! হুজুরে পাকের সুন্নতের প্রতি জুলুম করিবেন না। দাঁড়ি ছাটিবেন না। মোছ লম্বা করিবেন না। সুন্নতী পোষাক পরিধান করিবেন চির শত্রু ইহুদী নাছাড়া দিগের বেশ ভূষা ছাড়িয়া দিয়া পূর্ণ মুসলমান হইয় মউতের অপেক্ষায় থাকিবেন। মনে রাখিবেন হুজুরে পাকের সুন্নত আদায় ব্যতীত ফরজ এবাদত কবুল হয় না, অর্থাৎ সুন্নত আদায় ব্যতীত কোন বন্দেগীই আল্লাহর দরবারে গ্রহণ যোগ্য নহে। সাবধান! মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, ধোকাবাজী, চুরি - ডাকাতি, জিনা - ব্যভিচার ইত্যাদি জঘন্য পাপ কাজ হইতে দূরে থাকিবেন। "হক্কুল এবাদ" বা পরের হক নষ্ট করিবেন না। কখনও সুদ খাইবেন না, সুদ খাওয়া ৭৩ টি গোনাহের সমান। তন্মধ্যে, সবচাইতে ছোট গোনাহ্ হইল - নিজ মাতার সহিত জেনার সমতুল্য নাউজুবিল্লাহ! আল্লাহ হেদায়াত নছীব করুন আমীন!

প্রশ্ন ঃ- হুজুর, যাহাকে খুনের বদলা খুন করা হইয়াছে তাহার জানাজা নামাজ পড়া যায় কি ?

উত্তর ঃ- হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আত্মহত্যাকারী এবং যে ব্যক্তি নিজ পিতা- মাতাকে হত্যা করিয়াছে এবং যে ডাকাত ডাকাতি করার অবস্থায় মারা গিয়াছে তাহাদের জানাজার নামাজ নাই।

প্রশ্নঃ- হুজুর, যদি কেহ ওয়াহাবীদের জানাজার নামাজ পড়ে তবে তাহার উপর শরীয়তের হুকুম কি?

উত্তর ঃ- ওয়াহাবী, খারেজী, রাফেজী, কাদিয়ানী ইত্যাদি কাফের -মুরতাদের জানাজার নামাজ নাই। জানিয়া বুঝিয়া ইহাদের জানাজা পড়া কুফুরী।

"মালফুজাতে আলা হযরত ১ ম খন্ড,৭৬পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য"

Scanned by CamScanner

www.yanabi.in

প্রশ্ন ঃ- হুজুর অধিকাংশ সময় খুবই পেরেশান অবস্থায় থাকি ইহার উপায় কি ?
উত্তর ঃ - "লা হাওলা শরীফ" বেশী বেশী পড়িতে হইবে। ইহাতে ৯৯ টি বালা মছিবত দূরিভূত হয়; তন্মধ্যে সবচাইতে সহজ হইল পেরেশানি। তাহা পাঠের নিয়ম হইল - "লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম"প্রত্যেহ ৬০ বার পাঠ করতঃ পানিতে ফুক দিয়া পান করিবেন। এই আমল দৈনিক এক বার করিবেন।

প্রশ্ন ঃ- হুজুর, আয় কম অথচ সন্তানাদী বেশী, বড়ই কষ্টে দিনাতিপাত করিতে হয়; এমতাবস্থায় করনীয় কি ?
উত্তর ঃ- "ইয়া মুছাব্বিবাল আছবাব" ৫০০ বার; শুরু ও শেষে ১১ বার করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ পূর্বক এশার নামাজের পর উলঙ্গ মাথায় এমন স্থানে যাইতে হইবে যেথায় মাথা এবং আকাশের মধ্যে ছায়াবান কোন বৃক্ষ বা অন্য কিছু না থাকে। আর খালী মাথায় অর্থাৎ মাথায় যেন টুপি না থাকে। এ অবস্থায় উক্ত ওজিফা দৈনিক এশার নামাজের পর পড়িতে থাকুন; অচিরেই ইন্‌শা আল্লাহ্ এই আমলের উত্তম ফলাফল লাভ হইবে।

প্রশ্ন ঃ- হুজুর, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরে আযান দেওয়া হয় কেন ?
উত্তর ঃ- শয়তান দূরিভূত করার জন্য। হাদীস শরীফে আছে- যখন আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান ৩৬ মাইল দূরে সড়িয়া যায়। হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, শয়তান রাওহান পর্যন্ত ভাগিয়া যায়। রাওহান মদীনা শরীফ হইতে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। দাফনের পরবর্তী সময়টি শয়তানের দখলে থাকে। ঐ সময় মুনকার নাকীর যখন মৃত ব্যক্তিকে ছওয়াল করে -মান্ রাব্বুকা তোমার প্রভু কে ? তখন শয়তান দূরে দাড়াইয়া থাকিয়া নিজের দিকে ইশারা করিয়া বলে, আমাকে বলিয়া দাও। এই সময় যখন আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান পালাইয়া যায়, "ওয়াছওয়াছা বা কুমন্ত্রনা দিতে পারে না"।

Scanned by CamScanner

www.yanabi.in

প্রশ্ন ঃ-- হুজুর কবরস্থ ব্যক্তি আযান শ্রবণ করিতে পারে কি ?

উত্তর ঃ-- হ্যাঁ, নিশ্চয় শ্রবণ করিতে পায়, বরং দুনিয়ার জিন্দেগীর চাইতে তখন জীবনী শক্তি বা বোধ শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু কথা বলিবার ক্ষমতা থাকে না।

পরিশেষে আমার সকল মুরীদান তথা ভক্ত ও অনুরক্তগণকে জানাইতেছি যে, প্রতি বৎসর রবিউল আওয়াল চাঁন্দের ৮ তারিখ অর্থাৎ ৭ তারিখ দিবাগত রাত্রিতে আমার বাড়ীতে বিরাট সমারোহে " ঈদে মিলাদুন্নবী" পালন করা হয়। ৭ ই রবিউল আওয়াল বাদ জোহর "জশনে জুলুস" অনুষ্ঠিত হয়। যাহাদের পক্ষে উপস্থিত হইয়া অংশ গ্রহন করা সম্ভব তাহাদের যোগদান করা আবশ্যক। প্রতি বৎসর ১০ ও ১১ ই ফাল্গুন দুই দিন ব্যাপী রেজভীয়া দরবার শরীফে (আমার বাড়ীতে) হুজুর গাউছুচ্ছাকালাইন বড় পীর দাস্তগীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্মরণে "ওরছ মোবারক" অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে উক্ত ওরছ মোবারকে সকলেরই হাজির হওয়া ও অংশ গ্রহন করা একান্ত কর্তব্য। মাদ্রাসা, এতিমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিং এবং মুসাফির খানার প্রতি সুদৃষ্টি রাখিলে আমি খুশি হইব এবং আপনাদের জন্য উভয় কালের শান্তি ও মুক্তির দোয়া করিব।

আরজ গোজার

মাওঃ আকবর আলী রেজভী

সুন্নী আল কাদেরী

সতরশ্রী, নেত্রকোণা।

Scanned by CamScanner

www.yanabi.in

প্রায় চারশতাধিক কিতাবের মুছান্নিফ মহিউস্ সুন্নাহ,কামিউল বিদ্আহ্, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীক্বত, বাহ্রুল উলুম, শায়খুল মাশায়েখ, মুনাজিরে আজম, ওয়ালীয়ে কামেল হযরতুল আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল্ কাদেরী সাহেব কর্তৃক লিখিত ঈমান ভান্ডার বিংশ খন্ডের কতিপয় খন্ডের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্রমিক নং	কিতাবের নাম	পূর্ব মূল্য
১	নূরে খোদা রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা ঈমান ভান্ডার ১ম খন্ড	২.৫০
২	অতি মহামূল্যবান রত্ন হুব্বে রাসুল বা ঈমান ভান্ডার ২য় খন্ড	৩.০০
৩	শানে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা ঈমান ভান্ডার ৩য় খন্ড	২.০০
৪	মাহবুবেখোদা স্বশরীরে জিন্দা বা ঈমান ভান্ডার ৪র্থ খন্ড	১.৫০
৫	আশেকে রাসুল মাশুকে এলাহী বা ঈমান ভান্ডার ৫ম খন্ড	১.৫০
৬	রাসুলে আকবার এলমে গায়েব তাঁর উপহার বা ঈমান ভান্ডার ৬ষ্ঠ খন্ড	৩.৫০
৭	আল্লাহর হাবীব বিশ্বের সর্বত্র হাজির ও নাজির বা ঈমান ভান্ডার ৭ম খন্ড	৫.৫০
৮	তাফসীরে সুরায়ে কাউছার বা ঈমান ভান্ডার ৮ম খন্ড	৫.০০
৯	ফাজায়েলে রাসুল বা ঈমান ভান্ডার ৯ম খন্ড	৬.০০
১০	এত্বেবায়ে রাসুল বা ঈমান ভান্ডার ১০ম খন্ড	৬.০০
১১	হক ও বাতেলের পরিচয় বা ঈমান ভান্ডার ১১শ খন্ড	১.৫০
১২	রহমতে মো'মিন নবীয়ে করিম বা ঈমান ভান্ডার ১২শ খন্ড	১.৫০
১৩	সিরাতে মুস্তাকীম বা ঈমান ভান্ডার ১৩শ খন্ড	১.০০
১৪	বাশারিয়াতে রাসুল বা ঈমান ভান্ডার ১৪শ খন্ড	১.৫০
১৫	"নবীগণ নির্দোষী" আছমতে আম্বিয়া বা ঈমান ও মারেফত ভান্ডার বিংশ খন্ড	৩.০০

Scanned by CamScanner

www.yanabi.in

প্রাপ্তিস্থান

মানজারুল ইসলাম আরবী বিশ্ববিদ্যালয়
রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশীর
নেত্রকোণা সদর।

রেজভীয়া গ্রন্থবিতান
রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশীর
নেত্রকোণা সদর।

জনাব, আবু সাঈদ ভূঁইয়া
১৮৯/ ফকিরাপুল, ঢাকা।

খাদেম গোলাম মোস্তফা রেজভী
ঘোড়ামারা, কুমিল্লা।
মোবাইল ঃ ০১৭২-৫৮২৩৫৪

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

রেজভী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

Scanned by CamScanner